ঝিনাইদহে উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা উদযাপন

আজ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানালোকের প্রতীক হিসেবে পূজিত।

যদিও সরস্বতী বৈদিক দেবী, তবে সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি মূলত আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকেরা সরস্বতী-সদৃশ দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ঝিনাইদহের চাকলা পাড়া প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পূজা উপলক্ষে সকাল থেকেই পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপস্থিতি দেখা যায়। পূজার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনাসভা ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়, যেখানে দেবী সরস্বতীর মহিমা ও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে পোস্টাল ব্যালটে

ভোট দেবেন ২১ হাজার ৪৭ জন ভোটার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ২১ হাজার ৪৭ জন ভোটার।

এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬ হাজার ৬৩২ জন এবং মহিলা ভোটার ৪হাজার ৪৫২জন। নিবন্ধন করলেও ৩৭ ভোটার অনুমোদন না পাওয়ায় এবছর ২১হাজার ৪৭ জন ভোটার ভোট দিতে পারবেন।

এছাড়াও এবার ৭৯ জন কারাবন্দি ও ১৩৬ জন আনসার ভিডিপির সদস্য পোষ্টাল ব্যালটে ভোট দিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন বলে জানা গেছে।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১৪ হাজার ৫১১ জন।

অপরদিকে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৫৩১ জন। তবে বিভিন্ন দেশে ঝিনাইদহের প্রায় ৮৫ হাজার প্রবাসী থাকলেও নিবন্ধন করেছে মাত্র সাড়ে ৬ হাজার ভোটার।

নিবন্ধিত পোস্টাল ব্যালট ভোটারদের মধ্যে ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে থাকা বন্দি ভোটার রয়েছেন ৭৯ জন এবং আনসার ভিডিপির সদস্য রয়েছে ১৩৬ জন।

আসন ভিত্তিক তথ্য নিয়ে জানাযায়, ঝিনাইদহ-১ আসনে ৪ হাজার ৬০ জন, ঝিনাইদহ-২ আসনে ৭ হাজার ১৩৮ জন, ঝিনাইদহ-৩ আসনে ৫ হাজার ৪০৬ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৪ হাজার ৪৩৮ ভোটারকে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে আসনভিত্তিক ভোট দেওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সকল ভোটাররা তাদের পোষ্টাল ব্যারটে ভোট দিতে পারবেন।

জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেন জানান, কর্মস্থল, প্রবাস বা কারাবন্দি থাকার কারণে যারা এতদিন সরাসরি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারতেন না, পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের

ভোটাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এটি নির্বাচন ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

পোস্টাল ব্যালট ভোটার ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা শাহিদুর রহমান জানান, ভোট গ্রহনের দায়িত্ব পাওয়ার কারণে প্রতিবারই ভোটের দিন সেন্টারে গিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব হয় না। এবার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সত্যিই খুশি। এতে আমার মতো অনেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাচন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আলমগীর হুসাইন জানান, পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরাপদ করতে

প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নিয়েছেন নির্বাচন কমিশিন। কোনো ধরনের অনিয়ম যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এক একটি সংসদীয় আসনের পোস্টাল ব্যালট নিদৃষ্ট স্থানে জমা হবে এবং নির্বাচনের দিন ভোট গণনার সময় এই ভোট গণনা করা হবে।

ঝিনাইদহ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালুর ফলে নির্বাচনে ভোট প্রদানের সংখ্যা বাড়বে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হবে।

ঝিনাইদহে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী সভায় যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ৩

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী সভায় যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষের হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার

রামচন্দ্রপুর ও উল্ল্যা গ্রামের এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন উপজেলার উল্ল্যা গ্রামের আনোয়ার হোসেন কালু বিশ্বাস, সদর উপজেলার সমসপুর গ্রামের শহিদুল ইসলাম এবং ধনঞ্জয়পুর গ্রামের মো. আবু মিয়া।

আহত আনোয়ার হোসেন কালু বিশ্বাস বলেন, আমি বাইসাইকেলযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী ফিরোজের নির্বাচনী সমাবেশে কালীগঞ্জে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে বিএনপি প্রার্থীর কর্মীরা লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার ওপর হামলা করে।

অপরদিকে রামচন্দ্রপুর এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ফিরোজের কর্মী শহিদুল ইসলাম ও আবু মিয়ার ওপরও হামলা চালায় বিএনপি প্রার্থীর কর্মীরা বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে ঝিনাইদহ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী রাশেদ খান বলেন, আমি এলাকায় নতুন। কে যে কার কর্মী, তা এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। তবে আমার প্রকৃত কোনো কর্মী এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে না।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুষ্কৃতকারীদের আটকের জন্য অভিযান চলছে।

ঝিনাইদহ পাবলিক স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

ঝিনাইদহের পাবলিক স্কুলে উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় শতাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে তাদের মেধা ও শারীরিক দক্ষতার পরিচয় দেয়।

গতকাল দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা শাখার সভাপতি শাহীনুর আলম লিটন, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান লিটন, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কোচিংয়ের সহকারী পরিচালক রোকনুজ্জামান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে করেন বিদ্যালয়ের পরিচালক পরিচালক হাফিজুর রহমান।

সেসময় বক্তারা, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত ক্রীড়াচর্চায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন।

আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে অতিথিবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন। আনন্দঘন এ আয়োজনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের ২১ প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার সকালে জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট ২১ জন প্রার্থীর মাঝে তাদের নিজ নিজ প্রতীক তুলে দেওয়া হয়।

প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলো । প্রতীক হাতে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রার্থীরা। তারা আশা প্রকাশ করেন, অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঝিনাইদহ ৪টি সংসদীয় আসনের

বরাদ্দকৃত প্রতিকেরে প্রার্থীরা হলেন-

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা, সংসদীয় আসন-৮১):
মো. আসাদুজ্জামান- ধানের শীষ (বিএনপি), আবু ছালেহ মোঃ মতিউর রহমান- দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মো. মতিয়ার রহমান- ঈগল (এবি পার্টি), মো. সহিদুল এনাম পল্লব মিয়া- কাঁচি (বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট লীগ-মার্কসবাদী), মনিকা আলম- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু, সংসদীয় আসন-৮২):
মো. আব্দুল মজিদ- ধানের শীষ- (বিএনপি), আলী আজম মোঃ আবু বকর-দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), আসাদুল ইসলাম- মই (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ), মো. আবু তোয়াব- কাঁস্তে (সিপিবি), এইচ এম মুমতাজুর রহমান- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), সাওগাতুল ইসলাম- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর, সংসদীয় আসন-৮৩):
মোহাম্মদ মেহেদী হাসান- ধানের শীষ (বিএনপি), মো. মতিয়ার রহমান-দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মাওঃ সরোয়ার হোসেন- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ও সুমন কবির- ট্রাক (গণঅধিকার পরিষদ)।

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদরের ৪টি ইউনিয়ন, সংসদীয় আসন-৮৪):
মো. রাশেদ খাঁন- ধানের শীষ (বিএনপি), মো. আবু তালিব – দাঁড়িপাল্লা (১০ দলীয় জোট), মো. সাইফুল ইসলাম ফিরোজ- কাপ পিরিচ (স্বতন্ত্র), আব্দুল জলিল- হাতপাখা (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মনিয়া খানম- উদীয়মান সূর্য (গণফোরাম), এমদাদুল ইসলাম (বাচ্চু)- লাঙ্গল (জাতীয় পার্টি)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতীক বরাদ্দের সময় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্ততি নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ।

দেশের সংস্কার চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর বিকল্প নেই

অন্তর্বর্তী সরকারের সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যাওয়া। ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোটের প্রচার এবং ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গণভোটের বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষতার জায়গা নেই। হয় আমি গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে, এই ছেলেমেয়েদের পক্ষে, জুলাই শহিদদের পক্ষে, হয় আমি হাদির পক্ষে, হয় আমি নতুন বাংলাদেশ চাই, অথবা চাই না। আমার দেশে এরকম কিছু মানুষ আছে হয়তো, যারা বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিমের উপকারভোগী; তারা হয়তো গণভোটে ‘না’-এর পক্ষে। তারা মূলত পরিবর্তনটা চায় না। তারা নতুন বাংলাদেশ চায় না।

উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেন, এই গণভোটের মাধ্যমে আপামর সাধারণ জনগণ যদি ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে সংস্কারের দ্বার খুলে যাবে। আমরা গণঅভ্যুত্থানের সরকার। কাজেই আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা গণভোটের পক্ষে, ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষেই আমাদের অবস্থান। আমরা চাইছি, মানুষ বুঝুক গণভোট কেন তাদের জন্য দরকার। বুঝে-শুনে তারা ‘হ্যাঁ’ এর কাছেই আসুক।

এর আগে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোট ও নির্বাচনে জনমত গঠন শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সভাপতিত্বে সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, সুবীর কুমার দাশ, নির্মল কান্তি তালুকদারসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এসএ টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে এসএ টিভির ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল কুমার সাহা, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু ঝিনাইদহ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান, এসএ টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, সেন্ট্রাল কেবল নেটওয়ার্কের পরিচালক ইসাহাক আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর’র স্টাফ রিপোর্টার সাদ্দাম হোসেন। বক্তারা দেশের প্রথম শ্রেণির স্যাটেলাইট টেলিভিশন এসএ টিভির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন। আলোচনা সভা শেষে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

কোটচাঁদপুরে আগুনে পুড়ে দেড় বছরের শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহ কোটচাঁদপুরে আগুনে পুড়ে গুরুতর আহত হওয়া ১৮ মাস বয়সী কন্যা শিশু ছোয়া খাতুন মারা গেছে। প্রায় ১০ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে

লড়াই করে রবিবার (১৮ জানুয়ারি) রাত ২টার দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত ছোয়া খাতুন কোটচাঁদপুর উপজেলার কাঠালিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় বেকারি শ্রমিক রাকিব হোসেনের ছোট মেয়ে।

ছোয়ার চাচা বিল্লাল হোসেন জানান, রবিবার বিকেলে ছোয়ার মা রেশমী খাতুন শোবার ঘরে কয়েল জ্বালিয়ে শিশুটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পাশের বাড়িতে যান। কিছুক্ষণ পর তারা জানতে পারেন ঘরে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে এসে আগুনের মধ্য থেকে ছোয়াকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় শিশুটির শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশ দগ্ধ হয় এবং তাদের বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

পরে ছোয়ার বাবা-মা তাকে প্রথমে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। যশোরে নেওয়ার পর সেখানকার চিকিৎসকরাও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করেন। পরে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় শিশুটির বসতঘরসহ ঘরের সব আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে, তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

ঝিনাইদহে জুলাই আন্দোলনে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

পুলিশের কাছ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র ঝিনাইদহ থেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় রুবেল হোসেন নামে একজন কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযানে ২৪শের জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া একটি মাল্টি ইমপ্যাক্ট সাউন্ড গ্রেনেড, একটি ককটেল ও একটি র্যান্ডম মুভ টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার সদর উপজেলায় দুষ্কৃতকারীদের নাশকতা সৃষ্টির আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

সদর উপজেলার উদয়পুর এলাকায় ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি চৌকশ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একাধিক মামলার আসামি রুবেল হোসেনের বসতবাড়ি থেকে উল্লিখিত বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, উদ্ধারকৃত টিয়ারগ্যাস গ্রেনেডটি বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবহৃত সরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো গত বছরের জুলাই মাসে সংঘটিত আন্দোলনকালীন সহিংসতার সময় বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র-সরঞ্জামের অংশ।

অভিযান শেষে জব্দকৃত সব আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, এ ঘটনায় যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হরে।

জমজমাট গুড়ের হাট; সারাদেশে যাচ্ছে ঝিনাইদহের খেজুর গুড়

ঝিনাইদহের হাট-বাজারগুলোতে মাঘের শুরুতেই বেড়েছে খেজুর গুড়ের বেচাকেনা। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার খেজুর গুড়ের মান ভালো। ভালো দামও পাচ্ছেন গাছিরা। রস সংগ্রহের পরে প্রান্তিক গাছি ও কৃষকেরা তাদের প্রস্তুত করা খেজুর গুড় বিক্রি করছেন হাটে নিয়ে।

জেলার সবচেয়ে বড় খেজুর গুড়ের হাট ‘সাফদারপুর বাজার’। কোটচাঁদপুর

উপজেলার সাফদারপুর বাজারে এই গুড়ের হাট বসে। এ বাজারে সপ্তাহে দুই দিন অন্তত ৭০ থেকে ৮০ লাখ টাকার খেজুর গুড় বেচাকেনা হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রেললাইন। রেললাইনের পাশেই সাফদারপুর খেলার মাঠ। ওই মাঠেই সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার দুই দিন খেজুর গুড়ের হাট বসে। বেলা ১১টা থেকেই আশেপাশের গাছি ও কৃষকরা তাদের বাড়িতে উৎপাদিত খেজুর গুড় হাটে নিয়ে আসেন বিক্রি করার জন্য।

এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়াও দুর-দুরান্তের গাছি ও কৃষকরা দুপুরের পরপর হাটে পৌছান নিজেদের গুড় নিয়ে। বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, ভ্যান, আলমসাধু (ইঞ্জিনচালিত) গাড়ি সহ নানা উপায়ে গাছিরা তাদের গুড় হাটে নিয়ে আসেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমে ওঠে খেজুর গুড়ের হাট।

এরই মধ্যে সাফদারপুর খেজুর গুড়ের হাট জেলার সবচেয়ে বড় হাটে পরিণত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলার বড় পাইকারি ব্যবসায়ীরা আসেন এই হাটে। যাচাই-বাছাই, দাম-দর ও হাকডাকে মুখোর হয়ে ওঠে গুড়ের হাট। এই হাটে ঝোলা গুড়, দানা গুড়, জিড়েন রসের গুড়, পাটালি সহ বিভিন্ন ধরণের খেজুরের গুড় পাওয়া যায়। যে কারণে ব্যবসায়ী ছাড়াও সাধারণ ক্রেতারাও ভিড় জমান এ হাটে।

আশরাফুল ইসলাম নামে একজন গুড় বিক্রেতা বলেন, এই হাট অনেক পুরনো, বাপ-দাদাদের কাছে শুনেছি, আগেও ব্যবসায়ীরা ট্রেনে করে এসে এই হাট থেকে গুড় কিনে নিয়ে যেতো। এখনো খুলনা, যশোর, নাটোর, পাবনা, ঢাকার ব্যবসায়ীরা এখানে গুড় কিনতে আসেন। বাইরের ব্যবসায়ীরা হাটে আসে, যে কারণে আমরাও একটু ভালো দাম পাই।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে জেলার ৬টি উপজেলায় প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার ২৩৫টি খেজুর গাছ রয়েছে। এর মধ্যে রস আহরণযোগ্য গাছের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৭৬০টি। চলতি শীত মৌসুমে জেলার ৬টি উপজেলা থেকে প্রায় ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ২৪১ লিটার খেজুর রস ও প্রায় ৮৭২ মেট্রিন টন খেজুর গুড় উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তারা বলছে, জেলায় উৎপাদিত এসব খেজুর গুড় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা সহ বড় বড় শহরে নিয়মিত সরবরাহ করছেন ব্যবসায়ী ও গাছিরা।

দোড়া গ্রামের নাজমুল হোসেন নামে একজন বলেন, হাটে ১০/১২ কেজি

ওজনের গুড়ভর্তি এক ভাড় গুড় ১৩০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৮০০ টাকায় বেচাকেনা হয়। দাম নির্ভর করে গুড়ের মানের ওপর। যাচাই বাছাই করে এখান থেকে গুড় কিনে নিয়ে যান ব্যবসায়ীরা। সাধারণ ক্রেতারাও আসেন গুড় কিনতে।

সলেমানপুর গ্রামের তাসলিমা খাতুন গিনি নামে এক ক্রেতা বলেন, অনেকের আত্মীয় স্বজনরা বিভিন্ন শহরে বসবাস করে। শীত এলেই তাদের জন্য গুড় কিনে পাঠাতে হয়। ঢাকায় মেয়েকে গুড় পাঠাবো, খুলনায় দেবর-কে গুড় পাঠাবো। গ্রাম থেকে না কিনে সরাসরি হাটে এসেছি, যেন দাম একটু কম হয়। হাটে এসে গুড় দেখে শুনে কিনতে পারলে ভালো হয়। ব্যবসায়ীরা ছাড়াও বহু মানুষ এই হাটে এসে গুড় কিনে নিয়ে যায়।

পাইকারি গুড় ব্যবসায়ী ও আড়তদার উজ্জল কুমার শাহা বলেন, একেবারেই গ্রামের সাধারণ গাছি ও কৃষকরা এই হাটে গুড় বিক্রি করার জন্য আসে। সাফদারপুর হাটে ভেজাল গুড় খুব একটা আসে না। আমরা এখানে ভালো মাল পাই, যে কারণে এই হাট থেকে নিয়মিত মাল কিনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাই। এ বছর গুড়ের উৎপাদন বেশি, দামও ভালো।

সাফদারপুর গুড়ের হাটের ইজারাদার আবুল কাশেম বাবু বলেন, খেজুর গাছ কমছে গাছিও কমছে। সরকার যদি খেজুর গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে উদ্যোগ নেয়, তাহলে গাছিরা বাঁচবে। শীত এলে কৃষকরা এই খেজুর গাছের রস ও গুড় বিক্রি করে ভালো আয় করেন। সরকারি সহায়তা পেলে গুড় উৎপাদন বাড়বে। যা দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখতে পারে।

তিনি জানান, প্রায় ৩৫/৪০ বছরের পরনো এই হাট। প্রতি সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার এই গুড়ের হাট বসে। সপ্তাহে অন্তত ৭০ থেকে ৮০ লাখ টাকার গুড় বেচাকেনা হয় এই হাটে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান বলেন, ঝিনাইহ জেলায় প্রায় ১ লাখ ৪২ হাজার ২৩৫টি খেজুর গাছ রয়েছে। এরমধ্যে রস আহরণযোগ্য গাছের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ১২ হাজার ৭৬০টি। জেলায় সবচেয়ে বেশি খেজুর গাছ কোটচাঁদপুর উপজেলায়। যে কারণে উপজেলার সাফদারপুরে খেজুর গুড়ের হাট গড়ে উঠেছে। খেজুর গাছ রোপন বৃদ্ধি ও গাছিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা গেলে গুড়ের উৎপাদন আরও বাড়বে।